সন্ধ্যাতারা

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত

কলিকাতা
৪নং চৌরঙ্গি, "মানসী ও মর্ম্মবাণী" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২৩

মূল্য দুই টাকা

সূচী

অসময়ে

মালতী-বিতানে ফুটেছিল ফুল,
গাঁথিনি তখন মালা,
প্রভাতে উঠিয়া রাখিনি সাজায়ে
তোমার পূজার থালা ;
কত বসন্ত গিয়াছে বহিয়া,
পূর্ণিমা নিশি কত,—
তব বন্দনা গাহিতে পারিনি
আমার মনের মত ;

তোমারে বসাতে পাতিনি আসন,
হয়নিক দীপ জ্বালা,
সময়ে সাজায়ে রাখিতে পারিনি
তোমার বরণ-ডালা ;
তোমারি আশায় উৎসুক মনে
সারিয়া সকল কাজ,
তব পথ চাহি বসিয়া থাকিনি
ওগো মোর রাজ-রাজ !
তবুও করুণা করেছ আমায় —
এসেছ আমার দ্বারে,
দুই হাত মোর দিয়াছ ভরিয়া
মাণিকের সম্ভারে,
উৎসব-বাঁশী বাজায়ে এসেছ
বর-বেশ করি স্বামি,—
মরণ বেলায় তোমারেই প্রভু
বরিয়া নিলাম আমি ।

অসময়ে

গোধুলি এসেছে জীবনে আমার,
আঁধার আসিছে নেমে,
পরাণে 'ললিত' 'আশাবরী' যত —
সকলি গিয়েছে থেমে,
আলোক-পুলক নাহিক যে আর,
অমার আঁধার আসে ;
দুর্দ্দিনে যদি জীবন-বন্ধু
এসেছ আমার পাশে —
না হয় মোদের হয়নি মিলন
দিবালোকে ওগো প্রিয়,
তোমার স্নেহের চির-নির্ভর
অন্ধকারেই দিও !
না হয় নাইগো বহু উপচার
তোমার পূজার তরে —
নয়ন সলিলে অভিষেক করি
লব হৃদয়ের 'পরে ।

সে দোষ আমারি

রক্তরাগে আসে ধীরে ফাল্গুনের ফুলময় উষা,
শারদ নিশীথ আসে সুলগনে পরি চন্দ্র-ভূষা,
বার বার আসে যায় —
তবু যদি হায়,
নিমেষের ভুলে
প্রিয়েরে আমার বক্ষে তুলে
না লইতে পারি,—
সে দোষ আমারি।

মলয়ের পুলক-পরশে,
পরম হরষে,
নিকুঞ্জ-বিতানে
কল-কণ্ঠ বিহঙ্গের ব্যাকুল আহ্বানে,

হয় গাঁথা মালতীর স্বয়ম্বর-মালা ;
বরণের ডালা
শরৎ সাজায়ে তুলে,
হৃদয়-শোণিত-রাঙ্গা-বৃন্ত-শোভা শেফালির ফুলে ;
তবু যদি আমি,
হে প্রিয় দয়িত মোর, হে জীবন-স্বামি,
বরণের শুভ আয়োজনে
আনন্দ লগনে
সে মালা তোমার গলে দোলাতে না পারি,—
প্রাণাধিক, সে দোষ আমারি ।

ফুটাইয়া লক্ষ মল্লিরাশি,
মধু হাসি
রমার আনন-অনুকারী,
তারা-মনোহারী,
রাস-রজনীর পূর্ণচাঁদ
পাতি মর্ম্মচোরা ফাঁদ,

কতবার আসে যায়,—
তবু হায়,
তব সনে
আনন্দ-বাসর সম্মিলনে
তৃষার্ত্ত বুকের আশা,
হৃদয়ের সব ভালবাসা,
তৃপ্ত যদি না করিতে পারি,—
ওগো প্রিয়তম, সে দোষ আমারি।

বিধাতার আশীষ সমান,
হৃদয়ের বান
নন্দন হইতে নামে,—
মূর্খ মোরা চেয়ে থাকি দক্ষিণে ও বামে ;
অভ্যাসের সুজীর্ণ নিগড় দিয়া
জীবনেরে রেখেছি বাঁধিয়া,
আনন্দের উন্মাদিনী ধারা
মন্দাকিনী পারা,
ঐরাবত মত
ভাসাইয়া নিতে চায় মিথ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব শত

সে দোষ আমারি

নিয়মের হেরি রক্ত আঁখি
দুর্ব্বল এ বক্ষ মাঝে থরথরি কাঁপে প্রাণ-পাখী ;
প্রাণ যাহা প্রাণপণে চায়,—
বাধা-বিঘ্ন চরণে দলিয়া হায়,
তারে যদি বক্ষে তুলে নিতে নাহি পারি,—
হে প্রিয়, পরম বন্ধু, সে দোষ আমারি ।

ওগো মোর চিরানন্দ, ওগো প্রিয়তম,
তুমি যে গো একমাত্র মম,
তোমারে বিদায় দিনু বিস্মৃতির মাঝে !
প্রভাতে ও সাঁঝে,
যে অশ্রু ঝরিছে তোর,
সে বেদনা ঘোর —
বক্ষে মোর করিছে আঘাত
চির দিনরাত ।
দাঁড়ালে দুয়ারে দুঃখী দুহাত বাড়ায়ে,
দিনু তবু সুদূরে তাড়ায়ে ;
অন্নপূর্ণা ভেবে এসে অনশন পেলিরে ভিখারি,—
প্রাণ-বঁধু, ক্ষমা কর, সে দোষ আমারি ।

অবিচ্ছেদ মিলন মাগিয়া,
বর্ষ বর্ষ জাগিয়া জাগিয়া,
করেছিলি কত আবেদন —
দুহাত ভরিয়ে পেলি 'নির্ব্বাসন' 'বিরহ-বেদন' !
কানে কানে ছিল কত কথা,
দিলাম, পেলাম শুধু ব্যথা ।
প্রিয়তম, তুই যে রে একান্ত আমারি,
জানিনা কেমনে তোরে নিজ হাতে সাজানু ভিখারী

এ নহে অস্নেহ প্রাণধন,—
অন্যায়-পীড়ন-পদে দুর্ব্বলের প্রাণ-বিসর্জ্জন ;
নাহি মুখ কিছু বলিবার,
তবু বার বার,
এখনো যে মনে হয় —
আসিবে সময়,
প্রণয়ের পরিণাম নহে পরাজয়,
এ প্রেম সার্থক হবে—রে ভিখারি, নাহি তোর ভয় ।

ফিরে এস

শুনেছি, ধরায়

কিছুই নিষ্ফল নাহি যায়,

আমারি কি ব্যথাভরা বাণী

হে জীবন-রাণি,

চিরদিন হইবে নিষ্ফল,

দীর্ঘ পথে অশ্রুই কি রহিবে সম্বল ?

সারা পথ চলিব একেলা,

তুমি আসিবে না মোরে হাত ধরে নিতে সন্ধ্যাবেলা ?

অন্তহীন বায়ুস্তর তরঙ্গের ’পরে,
রাত্রি-দিন ধরে
চলিছে যে দীর্ঘশ্বাস
বার মাস,
ওগো প্রিয়তম,
সে দুঃখ-বারতা মম
যায় না কি তব পদে জানাইতে বেদনা বিষম ?

জানত গো, সুদীর্ঘ জীবন ভরি
কি তপস্যা করি
ফুটেছিল জীবনের আনন্দ-মঞ্জরী ;
তাপ-তপ্ত দিবসের শেষে
সঞ্জীবন বেশে
তোমার আশ্বাস
এনেছিল প্রাণে মোর মলয়ের মৃদুল নিঃশ্বাস

ফিরে এস

যবে যায় যায় দিন,
সুবর্ণ সন্ধ্যার আলো হয়ে আসে ক্ষীণ,
অলি-কল-গুঞ্জন-মুখর
মধু-মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কবোঞ্চ মন্থর
মোর দিবা, অস্তগিরি-শিরে
পরিম্লান হয় যবে ধীরে,
তুমি লক্ষ্মী-পূর্ণিমার চাঁদ,
তৃষার্ত্ত হৃদয়-সিন্ধু করিয়া উন্মাদ
হইলে উদয়,
শঙ্কিতেরে দিলে বরাভয় ;
ওগো মোর হৃদয়-রঞ্জন,
আঁখিতে পরায়ে দিলে অমৃত-অঞ্জন,
নব-চক্ষে হেরিনু সংসার,
হৃদয়-মন্থন-ধন প্রেয়সি আমার !

অকস্মাৎ তার পরে,
এ হৃদয় অমৃত-নির্ঝরে

চাপাইয়া পাষাণের ভার,
হে প্রিয় আমার,
দিয়াছ বিদায় !
নিঃস্ব নিরালম্ব হয়ে নিরাশ্রয়ে দিন কি গো যায় ?
সারা জীবনের যত আশা,
দুঃখভরা এ বুকের যতেক দুরাশা,
তব হৃদয়ের অনুরাগে,
তোমারি সোহাগে
পেয়েছিল প্রাণ :
রেখেছিলে, হে দেবতা, চিরভক্ত সেবকের মান ।

কোন্ অপরাধে নাহি জানি,
হৃদয়ের রাণি,
তপঃসিদ্ধি আসিবার ক্ষণে,
হল 'নির্ব্বাসন' মোর সুদূরে নির্জ্জনে ।
তব প্রাঙ্গণের পাংশু বুকে করি নিয়া,
সমীরণ যেত যবে দিয়া,
সে ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মোর নিতাম যতনে,
বৈরাগীর সুবিমল বৃন্দাবন-রজঃ ভেবে মনে ।

জন্ম-জন্মান্তের পুণ্যার্জ্জনে,
এ জীবনে,
পরাইলে মন্দারের স্বয়ম্বর-মালা,
বেঁধেছিলে হাতে মোর রাখীর সে চিরন্তন বালা ;
সব যে টুটিয়া প'ল হায়
ধরণীর ধূলি 'পরে ! বল মোরে দিন কিসে যায় ?

যেদিন যে ভার,
বহিতে দিয়াছ মোরে, দেবতা আমার,
অতি সযতনে,
প্রাণপণে
করেছি বহন,
জান তাহা হৃদয়-রতন ।
আজ শিরে দিলে তুলে বড় গুরুভার —
বহিতে পারি না পারি শঙ্কা তাই হয় বার বার,
হে প্রিয় আমার !

সন্ধ্যাতারা

এ বুকে আশ্বাস আশা করেছিল ভিড়,
কুলায়-বিহীন তরে কল্পনা বাঁধিতেছিল নীড়,
নিমেষে সকলি চুকাইয়া
নয়নের অন্তরালে লুকাইলে প্রিয়া !
মোর চক্ষে নিবাইলে চন্দ্র তারা রবি,
সম্বল দিলে গো শুধু নেত্রনীর—আর ক্ষুদ্র ছবি !

ওগো এস, এস তুমি, এস একবার,
হে প্রিয়, জীবন বন্ধু, দেখে যাও কি দুঃখ আমার !

চিরাগত

যেদিন ছিল মলয়ানিল,
পিকের কল-তান,
বিহগ-রবে প্রভাতে যবে
খুলিত দুনয়ান,
সুনীল নভে চাহিয়া যবে
দিগন্তের পারে —
বসিয়া ধ্যানে উদাস মনে
খুঁজেছি যেন কারে ;
বন-বিতানে মধুপ-গানে
জুড়াত যবে কান,
বিহান সাঁঝে হৃদয় মাঝে
বাজিত যবে গান,—

তখন তুমি কোথায় ছিলে
ওরে কাঙ্গাল মোর —
রাজার ধনে দিতাম ভরে
রিক্ত ঝুলি তোর !

মলয় আর বহেনা হেথা,
ফাগুন দিন নাই —
বসন্তের পুষ্পশোভা
এখন কোথা পাই ?
মালতী-যূথি বকুল যত
ঝরিয়া গেছে সব,
নীরব আজি কুঞ্জবনে
বিহগ-কলরব ;
সুচিরাগত অতিথি, কেন
এমন দিনে এলে ?
ফিরিতে হবে বুঝি বা আজ
আঁখির জল ফেলে !

সিদ্ধার্থের প্রতি

হে কুমার,

জয় করি 'মার'

বিশ্বহিত করিবে সাধন ?

এ যে মহাভ্রম !

বিশ্বদেব সৃজিয়াছে যারে,

বধ করি তারে

সাধিবে বিশ্বের হিত ?

এ যে বিপরীত !

জন্ম তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধিবারে,

কার সাধ্য, কে নাশে তাহারে ?

অঙ্গহীন অনঙ্গ সে, ভ্রমে চরাচরে,
ত্রস্ত ব্যস্ত বিশ্ব তার কার্ম্মুক-টঙ্কারে ;
প্রভাবে তাহার
নন্দনে আনন্দ ঢালে মন্দারের ভার,
ঊর্ব্বশীর চটুল নয়ন
মুগ্ধ করে ঊর্দ্ধরেতা তপস্বীর মন,
আনন্দে অঞ্জলি দেয় সে তাহার তপোলব্ধ ধন।

মলয়ের সুদক্ষিণ বায়,
গগনের অফুরন্ত স্নিগ্ধ নীলিমায়,
বিহঙ্গের আনন্দ-কাকলি মাঝে,
বাসন্তী ঊষায় আর শরতের সাঁঝে
মধু-বক্ষ মাধবীর মঞ্জরী-বিতানে,
মধ্যাহ্নে বিরহক্লিষ্ট কপোতীর গানে—
যে দিকে যেখানে
ফিরাইবে আঁখি নরপাল,
হেরিবে হে অনঙ্গের প্রতাপ বিশাল।
নবোদ্ভিন্ন পল্লবের মর্ম্মরিত গানে,
উচ্ছ্বসিত সিন্ধুবক্ষে পূর্ণিমার বানে,

পুষ্পাসব-লুব্ধ মত্ত-মধুপ-গুঞ্জনে,
হৃদি-পদ্ম-নিষণ্ণার নূপুর-শিঞ্জনে —
যখন যেখানে
ফিরাইবে আঁখি নরপাল,
হেরিবে হে অনঙ্গের প্রতাপ বিশাল।

হে রাজতনয়,
এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যর্থ কিছু নয়,
এ বিশ্ব-সৃজন
মিথ্যা নহে নহে কদাচন।
এই যে অপার
হৃদিস্থিত প্রণয় দুর্ব্বার,
এই মায়া বুকভরা স্নেহ,
এ সুন্দর দেহ,
বিরহের নিবিড় বেদন,
অবিচ্ছেদ মিলনের লাগি প্রাণপণ,—
করোনা করোনা এরে হেলা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি এরে নিয়া করে নাই খেলা।

কত লক্ষ জন
আজীবন,
করি প্রাণপণ,
রেখেছে সঞ্চিত প্রেম, প্রিয়-পদে করিতে অর্পণ ;
সে মুগ্ধ প্রণয়
নয় নয় কভু ব্যর্থ নয় ;
পরিণাম তার
নহে শুধু নয়ন-আসার .
মিলনের মাঝে তারে দিতে হবে আনন্দ অপার ।
যে প্রেম সঞ্চিত করি
বুকে ধরি,
ধ্যানরত আছে সারাবেলা,
ভেবনা ভেবনা তারে খেলা ।
সে আনন্দ লাগি
নির্নিমেষ বসুন্ধরা রহিয়াছে জাগি —
সে অমূল্য ধন,
সুখভরা আনন্দের মৃত-সঞ্জীবন,
তোমারে যে দিতে নিতে হবে ;
আত্মনির্ব্বাসিত হয়ে অরণ্যে বসিয়া কেন রবে ?

সিদ্ধার্থের প্রতি

জীবনের আন সার্থকতা,
অসাড় ও-হৃদয়ের চির-দুর্ব্বলতা
কর পরিহার
হে রাজকুমার ;
তোমারে চাহিয়া যে গো আছে চিরদিন,
অখণ্ড মিলনে তার বিরহেরে করহ বিলীন।
আন আগে আপনার মনে,
যে আনন্দ দিতে চাও বিশ্বের সকল দুঃখিজনে।
বরষার বারিভরা নদী
দুই কূল শস্যপূর্ণ করে নিরবধি।
আত্মনির্যাতনে আর বিরহ-বেদনে,
অবিরাম নিরাশায়, সজল নয়নে,
আনন্দ-বিপণিক্ষেত্রে নাহি অধিকার
হে রাজকুমার !

প্রকৃতি আপন করে ধরি
তুলিয়া দিতেছে দেখ পানপাত্র সুধারসে ভরি,
করোনা করোনা তারে হেলা,
হৃদয়-সঞ্জাত স্নেহ নহে কভু বিধাতার খেলা ;

প্রথম প্রভাতে,
সস্নেহ শিশির-পাতে
বিকসিত কুসুমের বুকের গোপন-গন্ধ দিয়া,
অমার আঁধার নাশি, পূর্ণিমার আলোক আনিয়া,
একত্রে বন্ধন করি সম্মোহিত দুজনার হিয়া,
মানবের আনন্দ-কারণ
নিরলস প্রকৃতির চলিতেছে শত আয়োজন ;
সে আনন্দ সুদূরে সরায়ে
আপনি পরিয়া আর প্রিয়জনে গৈরিক পরায়ে
কি ফল লভিবে হে কুমার ?
'মায়া' 'মোহ' যাই বল, মিথ্যা কভু নহে এ সংসার।

আছে হেথা মরুর তিয়াষ,
আশার লতায় হেথা মঞ্জরীর অপূর্ণ বিকাশ,
সর্ব্বনাশা স্বার্থ আসি রুদ্ধ করে দুর্ব্বলের শ্বাস ;
তবুও কুমার
মিথ্যা নয় বিচিত্র সংসার,
মিথ্যা নয় হৃদয়ের কানে কানে কথা,
মিথ্যা নয় বিরহের সুখময় ব্যথা,

খণ্ডিত সে ক্ষণিকের বড় প্রাণপণ,
অপূর্ব্ব পুলকভরা, চকিত দর্শন,—
মিথ্যা নহে, হে রাজকুমার ;
দুই প্রাণে গ্রন্থি বাঁধা মিথ্যা নহে বিশ্ব-বিধাতার।

নিয়েছ যে স্নেহ-ঋণ,
শোধিতে হইবে তাহা আয়ুর প্রত্যেক নিশি দিন ;
একান্ত আশ্রিতজনে,
অনন্যশরণে
যে তোমারি মুখ চেয়ে আছে,
চরণের স্নেহাশ্রয় বিনা সে কি বাঁচে ?
নিশিদিন
অশ্রুভারে দৃষ্টি যার ক্ষীণ,
অনাদৃত সে স্নেহ-সম্ভার
বক্ষে তুলে লও হে কুমার !
একান্ত শরণ যে গো মাগি,
বর্ষ বর্ষ যোড়করে রহিয়াছে জাগি,
করোনা করোনা তারে হেলা ;
এ যে তার জীবন-মরণ, নহে খেলা।

'স্বার্থে'র হেরিয়া রক্ত আঁখি,
ক্ষুধিত রেখনা তব স্নেহ-পিঞ্জরের পোষা পাখী ;
বাহুর বেষ্টনে তারে নিও
যে তোমার প্রাণাধিক প্রিয়,
স্বার্থক প্রেমের বলে আনন্দ আসিবে প্রাণে নেমে
মিথ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যত, নিরানন্দ, সব যাবে থেমে।

দেবতার আক্ষেপ

দেউলে দেউলে মন্দিরে কত
বাজে উৎসব বাঁশী,
লক্ষ পূজারি বন্দনা গায়
নিত্য নিয়ত আসি ।

হে মোর ভক্ত, সেবক আমার,
তোর দেখা নাই আর,
কোথা অর্চ্চন-আয়োজন যত
উপচার-সম্ভার !
স্তুতি-গান আর করেনা কেহই,
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মোর মন্দিরে আসে না ত কেউ
পূজিতে আমারে আজি ;
নীরব সন্ধ্যা-আকাশে আমার
ওঠেনা আরতি রব,
মধ্য দিনের ষোড়শোপচার
আজিকে নিরুৎসব ;
মালতী-বল্লী-বিতানে কুসুম
আপনি শুকায়ে যায়,
কত পূর্ণিমা পর্ব্ব-রজনী
বৃথা হয় মোর হায় !

দেবতার আক্ষেপ

তুই চলে গেলে, হে মোর পূজারি,
ভাবিনি ত এক দিন
এমন করিয়া মোর মন্দির
হবে বন্দনা-হীন।
জানিতাম যদি, একবার গেলে
আসেনাকো আর ফিরে,
রাখিতাম তোরে, ভিখারী আমার,
সব সম্পদে ঘিরে।
সব অভিলাষ মিটাইয়া, তোরে
মোর পাদপীঠতলে
চির-নিশিদিন বেঁধে রাখিতাম
চির-করুণার বলে।

অপলক আঁখি

গৃহহারা পথিক বলে সাঁঝের আঁধারে,
মলিন বয়ান সজল নয়ান সে এল দ্বারে।
হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে গো কাঙ্গাল ভিখারী,
কেমন করে বল তারে ফিরাতে পারি ?
ভিক্ষা দিতে গেলাম যখন দুহাত ভরিয়া,
দখিন হাওয়ায় মাথার কাপড় গেল সরিয়া,
বদ্ধ হাতে কবরী মোর ঢাকা হলোনা,
চেয়ে দেখি তারো আঁখির পলক প'লোনা ;
ভাবছি বসে ভিখারীর এ কেমন ব্যবহার !
আবার এসে মুখের পানে চাইবে না সে আর

ভুল

সত্য যদি কাঙ্গাল হতো বুঝিতাম তবু,
রাজার দুলাল ভিখারী হয় শুনিনি কভু!
যে দান তারে দিতে গেলাম, ওঠেনা তার মন,
তুষ্ট তারে করতে পারি, কি আছে এমন?
ছিল ছিল কণ্ঠমালা, গেলাম ভুলিয়া,
পড়লে মনে সেইটি তারে দিতাম খুলিয়া।
সে দিন থেকে সে মালা আর পরিনি গলে,
ভুলের তরে নয়ন ভরে নয়নের জলে।

শেষ নিমেষ

ফিরে ফিরে আসিতেছে মনে,
আমার সে নব বৃন্দাবনে
বসন্তের নবীন হিল্লোল
তুলেছিল একদিন আনন্দের শত কলরোল,
জীবন-নিকুঞ্জ মাঝে ফুটেছিল ফুল,
গুঞ্জন-মুখর-মুগ্ধ মধুব্রতে করিয়া আকুল ;
ফাল্গুনের ফল্গুরাগ সম
নব-প্রেম-ব্যথাতুর বাসনা-বিহ্বল হৃদি মম,
চির-তৃষ্ণা-কাতর নয়ন,
প্রাণপণে যাচিয়াছে মোর প্রাণ-প্রিয়ের মিলন

তিলেকের পরশ মাগিয়া
কত নিশি গিয়াছে জাগিয়া,
বসন্তে শরতে আর বর্ষণের মেঘ-ম্লান দিনে,
হৃদয়-মন্থন-ধন সে চির-বাঞ্ছিত-জন বিনে
ঝরিয়াছে কত অশ্রুজল,
সমগ্র জীবন জন্ম হয়েছে বিফল !

আজি সূর্য্য বসিয়াছে পাটে,
রুদ্ধ বিপণীর দ্বার জীবনের হাটে ;
সন্ধ্যা আসে সুধীরে নামিয়া
শ্রান্ত নয়নের 'পরে ধূসর অঞ্চল টানি দিয়া।
মধুমত্ত মধুপের রব,
বিহঙ্গ-কাকলি-গীতি, স্তব্ধ আজি সব ;
আসে ওই আসন্ন আঁধার,
উচ্ছ্বসিত অশ্রু-সিন্ধু, নাই নাই সীমা-রেখা তার।
হে প্রিয়, জীবনবন্ধু, এ দুস্তরে করিলে না পার !

মনে পড়ে আজি,
প্রভাতে ভরিয়া সাজি,
ও রাঙ্গা চরণ পূজিবারে,
জীবন-দেবতা মোর, এসেছিনু তোমারি দুয়ারে
মুখে মোর ফোটে নাই কথা,
মরমের ব্যথা
ঢাকিয়া বিদীর্ণ মর্ম্মতলে,
বার বার গেছি ফিরে বেদনার তপ্ত অশ্রুজলে।

দিন যে ফুরায়ে যায় মম,
হে অন্তরতম,
আর যে গো, প্রতীক্ষার নাহি অবসর !
জীবন-দোসর,
মরণ-সাগর-বেলা-শুষ্ক-বালুকায়,
তোমারে হেরিয়া যেন মোর শেষ নিমেষ ফুরায়

বিবাদ

উপহার বলে, "আমি বড় তোমা চেয়ে,'
স্নেহ বলে, "তুমি বড় আমারেই পেয়ে।"
"মূল্য মোর কত", উপহার বলে ডাকি,
স্নেহ কহে, "অমূল্য যে আমি সঙ্গে থাকি,
উপহার ফিরাইতে পারে বার বার,
আমারে ফিরায় বল হেন সাধ্য কার?"

পদপ্রক্ষালন

বেদনা যত পেয়েছি ওগো,
রয়েছে বুকে গাঁথা,—
নীরবে তার সকলগুলি
নিয়েছি পেতে মাথা ;
বুকের যত শোণিতধারা,
নয়নপথে ঝরে —
কলসী ভরে' রেখেছি সব
সাজায়ে তব তরে !
পাখালি পদ, হিয়ার 'পরে
বস হে বঁধু মোর,
তোমার পদ-পরশ যাচি
করিয়া করযোড় ;
ভাবিগো বঁধু, দুখের ঘায়ে
কঠিন মোর হিয়া,
বাজে বা ব্যথা তাহার পরে
কোমল পদ দিয়া !

সিন্ধুর প্রতি

কার তরে তুই পাগল পারা
ছুটে আসিস্ বালুর তটে,
অন্তবিহীন গভীর ছন্দে
কণ্ঠে তোমার কি নাম রটে ?

লক্ষ শত ঊর্ম্মি-বাহু,
ওরে কাঙ্গাল, ঊর্দ্ধে তুলে
কোন্ সুদূরের অজানাকে
ডাকিস্ রে তুই আপনা ভুলে ?

কেন শ্যামল-শস্প ভরা
ধরণীর এই কোমল দেহ
আকুল প্রেমের আলিঙ্গনে
ব্যক্ত কর বিপুল স্নেহ ?

সন্ধ্যাতারা

অন্তরে তোর সুধা, শশী,
লক্ষ্মী বসি অঁতল-তলে,
আরও কত রত্নরাজি
লুকিয়ে ছিল লোকে বলে।

সে সব কারে বিলিয়ে দিয়ে,
শূন্য নিয়ে হৃদয় মাঝে,
নিদ্রাবিহীন রাত্রি দিনে
কি ব্যথা তোর বুকে বাজে ?

ধরার শিশু ক্ষুদ্র মানব
দুঃখ শোকে দিশেহারা—
পাই না চেয়ে, পেয়ে হারাই
নয়ন শুধু বাষ্পভরা।

ওরে বিপুল অকূল সাগর
তোরও কি ঐ বুকের মাঝে,
ব্যথায় ভরা বীণার তারে
সেই পুরাতন সুরটি বাজে ?

অতীত যৌবন

সুখময় সুমধুর অতীত-যৌবন ;
জীবন-বন্ধুর সাথে রাস-জাগরণ।
নিবেছে প্রদীপ আজি, শুকায়েছে পুষ্পরাজি,
রিক্ত সুমঙ্গল ঘট, ব্রত উদ্‌যাপন,
ঝরা ফুলে, দগ্ধ ধূপে সুগন্ধ ভবন।
পূজা সাঙ্গ, নির্ব্বাপিত দীপ্ত হোমানল,
যজ্ঞ-তিলকের চিহ্নে ললাট উজ্জ্বল।
মধু-ঘৃত সচন্দন, পূর্ণ আজি নিবেদন,
কুন্তলে নির্ম্মাল্য গাঁথা, জীবন সফল,
শান্তিজলে সর্ব্ব অঙ্গ পবিত্র শীতল।

তপঃসিদ্ধি

ছিন্ন শুষ্ক ধূলিম্লান বসন্তের বল্লরী-বিতান,
হিল্লোলিত মলয়ের কোথা কোনো নাহিক সন্ধান
কলকণ্ঠ কোকিলের বাণী
নাহি শুনি, ওগো ধরা-রাণী,
মালঞ্চ-অঞ্চল-তলে,
সান্ধ্য ঊষা শিশিরের জলে
মল্লিকা মালতী আর ফুটিয়া না ওঠে,
মধুলোভে অলি নাহি জোটে ;
বনশ্রীর,
নিকুঞ্জ-লক্ষ্মীর,
হৃদিস্থিত বেদনার মত
ফুটিয়া ওঠেনা আর অশোক কিংশুক আদি যত ;
নারী-মুখ-মদিরার বাস
করি উপহাস,

বৃন্ত হতে আপনি টুটিয়া
ছায়াচ্ছন্ন তরুমূলে বকুল তো পড়ে না লুটিয়া।

হে ধরণী-রাণি,
স্তব্ধ তব বিহঙ্গ-কূজন-বাণী ;
পীত-শোভা বসন্তের সাজ
দূর করি আজ,
অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনব
যৌবনের পূর্ণ তনু তব
ঢাকিয়াছ খর-সূর্য্য-গৈরিক-কিরণে,
একমনে
কি সিদ্ধির লাগি,
সুদূরে তেয়াগি
বসন্ত-বাসরে আজ
কুসুমের সাজ ?
হোমানল
জ্বালিয়া প্রবল,
কোন্ অভিলাষে
জপিতেছ ইষ্টমন্ত্র নির্ণিমেষ রহি রুদ্ধশ্বাসে ?

কোন্ এক গতযুগে হিম-শৈল-নন্দিনী পার্ব্বতী,
মহেশে মাগিয়া পতি,
তাপসের অসাধ্য সাধন,
না শুনি বারণ
সেধেছিল, একাগ্র অন্তরে
ব্যগ্র আশা বহি বক্ষ'পরে ;
স্ফুট-চন্দ্র-গ্রহ-তারা,
সন্ধ্যাকাশে সূর্য্যোদয় পারা,
যৌবনের নব আগমনে
দূর করি ভূষণে রতনে,
বাকল বসন পরি,
চেলাঞ্চল দূরে পরিহরি ;
ভ্রমরের পদভার
সহেনাকো যার,—
পেলব শিরীষ ফুলে
পতত্রী পড়িলে
যে দারুণ বেদনা তাহার,—
বাকল বসনে তাই ঘটেছিল নন্দিনী উমার।

বসন্তে সহায় করি,
সাজাইয়া কুসুমে বল্লরী
হিমাদ্রির যোগাশ্রমে,
বিলাসে বিভ্রমে,
বালসূর্য্যকর উপহাসে
চীনাংশুক বাসে
আবরিয়া তনুলতাটিরে,
ধীরে ধীরে,
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতন,
করিয়া যতন,
হর-যোগভঙ্গ আশে,
মনোজের পাশে
চলেছিল পর্ব্বতকুমারী,
যৌবন-আনন্দ-বিভা চৌদিকে সঞ্চারি ;
মদনের ধনুর্গুণসম,
গতিলোল কান্তি অনুপম,
এক করে
যথাস্থানে বিনিবেশ তরে

করিয়া যতন
অনুক্ষণ,
অন্য করে
লীলা-পদ্ম ধরে'
মুখপদ্মভ্রমে ভ্রান্ত দূর করি ভ্রমর-পঙ্‌ক্তিরে
চলেছিল ধীরে অতি ধীরে।
কোথা স্মর কোথা সম্মোহন !
হরনেত্র অনলের প্রলয়-দহন
মন্মথের সনে
ভস্মাশেষ করেছিল পার্ব্বতীর স্বখসাধ মনে

ফাল্গুনের ফুলশয্যা পরিহরি, তুমি যার তরে,
একাগ্র আগ্রহ ভরে,
যোড় করে,
ব্যাকুল অন্তরে,
ঊর্দ্ধে চাহি জপিতেছ নাম
অবিরাম,
রথচক্রধ্বনি যার
শুনিবার

তপঃসিদ্ধি

একান্ত আশায়,
বসে আছ জড় প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমা প্রায়
তোমার সে নব-ঘন-শ্যাম
অভিরাম,
স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর শোভন,
স্নেহাতুর নয়ন-লোভন,
আসিতেছে মিথুনের মাসে
তব বাসে।
শেষ করি বিশ্বজিৎ যাগে,
অনুরাগে,
সব তব কর সমর্পণ,
হৃদয় তর্পণ,
যাচিয়া স্নেহের ধার,
সার কর করুণা তাহার।

হে মেদিনি, ওগো মহামূক,
কভু তুমি হবে না বিমুখ;
বসন্তের মালতী-মঞ্জরী
পড়িয়াছে ঝরি,

নাহি খেদ তার তরে,
আষাঢ়ে আগ্রহভরে
ফুটিবে আবার
কুটজ-কুন্দের ভার,
কদম্বের পুলক-আকুলে,
যাবে ভুলে
বিগত বেদনা তব,
হবে অভিনব
যৌবন সঞ্চার,
অঞ্চল তোমার
ভরিবে আবার
অশ্রুধৌত শিশিরের সুধাগন্ধ শেফালি সম্ভার।
নিদাঘের সব নিষ্ফলতা,
মিটিবে তা,
সুন্দর সে শ্যাম-শোভা-জলদের স্নেহধার দানে
প্রাবৃটের রাত্রি-দিনমানে।

গান

জানি, বুকের-পাঁজর-ভাঙ্গা-দুখের এমন দিনও যাবে,
আমার, মাঝ দরিয়ায় ভাঙ্গাতরী আবারও কূল পাবে।
আমার, নিখিল আঁধার যে জন বিনে,
আমি, ডাকছি তারে রাত্রি দিনে,
জানি, একদিন তার করুণ আঁখি আমার পানে চাবে।
এলে সে দিন, শাখার শিরে
ফুটবে কুসুম আবার ফিরে,
ফাগুন দিনের বাহার-রাগে বিহগে গান গাবে;
ও তার, আপন হাতে বরণ-মালা কণ্ঠে মোর দুলাবে।

পরিণাম

ল একদিন

ছিলে যবে মূর্ত্তিমতী মোর বক্ষে লীন,
বাহুর আকুল-বন্ধ মাঝে,
নিতান্ত আবেগভরে ধরা দিতে নিত্য নব সাজে
বাসন্তী-উষায়,
ফুটন্ত সরোজবনে গুঞ্জনে মধুপ যথা ধায়,
গেছি তব মিলন আশায়,

হে মানসী-রাণি,
নিত্য রচি নব স্তুতিবাণী,
হৃদয়-নন্দন-ফুলে গাঁথি নব মালা,
দিতাম চরণে তব অর্চ্চনার নিত্য নব ডালা।

নয়নের কাছে আজি নাই,
আঁখি-পাখী দিকে দিকে তোমারে খুঁজিয়া মরে তাই।
অতি দূর দিগন্ত হইতে
কার বার্ত্তা কোথায় লইতে
বহে ধীরে মন্দ সমীরণ,
গুঞ্জরিয়া ওঠে কাণে প্রিয়-পদ-নূপুর-নিক্কণ।
চামেলী শেফালি ফোটে বনে,
তোমারি অঙ্গের মৃদু মধুগন্ধ আসে, ভাবি মনে।
ঘন পত্র-অন্তরালে কপোতার ভাষ
কাণে আনে তব চির-মধুর আশ্বাস।
উষার প্রথমারুণ-প্রভা,
তোমার প্রথম-প্রেম-সরমের সুরক্তিম-শোভা;
শরতের সুনীল গগন,
তোমারি নীলিম-নেত্রে চিরতরে রয়েছে মগন;

কলকণ্ঠ কোকিলের বাণী
তোমারি সোহাগ অনুমানি,
কদম্ব ফুটিয়া ওঠে গায়,
আবেশ-অবশ তনু, নেত্র মুদে যায়।
তব বক্ষ-আকুল-অঞ্চল লোটে তৃণে,
কুসুমে লাবণ্য ঝরে, ফুটে যাহা বিপিনে বিপিনে।

যবে ভ্রম বুঝি গো আমার,
অনিবার
কাঙাল-নয়নে বহে নদী,
নিমেষ-দরশ-আশে দিশে দিশে চাই নিরবধি!
স্বপ্ন যাচি মুদিয়া নয়ন,
কোথা স্বপ্ন? মোর যে গো নিশি নিশি বিনিদ্র শয়ন!
প্রাণপণ ডেকে নাই সাড়া!
এ কি ব্যর্থ অভিসারে আমারে করেছে ঘরছাড়া?

মিথ্যা কথা! ব্যর্থ নহে মোর অভিসার,
ব্যর্থ নহে এ প্রেমের দীপক-ঝঙ্কার,
ব্যর্থ নহে জন্মভরা তপস্যা আমার।

পরিণাম

আমি যাহা প্রাণপণে চাই,
পাইতে হইবে মোরে তাই,
জীবনে বা মরণের পারে ;
অগ্নির বসতি নহে চিরদিন চির-অন্ধকারে।
দু'দণ্ডের ছায়া,
স্বার্থ-ঘেরা দু'দণ্ডের মায়া,
উদ্যত বজ্রের বেগ কে রাখে ধরিয়া ?
একদিন নিতে হবে বক্ষমাঝে সত্যেরে বরিয়া
বৈরাগিণী, শত ইচ্ছা সাধিও বিরাগ,
কামনা বুঝিয়া নিবে তার পরিপূর্ণ পূজা-ভাগ

গান

তরী আমার কবে কিনার পাবে ?
ওরে পারে সেদিন যেদিন আমার
দিন ফুরায়ে যাবে ।
ডেকেছিলে কাছে এসে,
চেয়েছিলে মধুর হেসে,—
আবার আমায় ভালবেসে
মুখের পানে চাবে,
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে ।
একদা মোর কুঞ্জবনে
গেয়েছ গান আপন মনে ;
ওগো শেষ বিদায়ের গানটি আবার
নয়ন-জলে গাবে,
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে ।

গান

নিবে নিবুক দিনের আলো,
ছেয়ে আসুক আঁধার কালো,
তোমার করুণ আঁখির উজল তারা
শেষের পথ দেখাবে,
যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে।

এস

অপ্সরার উর্ব্বশী ওগো, মোর হৃদি-নন্দনের নারী,
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?

ওগো মোর হৃদি-কল্পলতা,
তোর চির-বিরহের সুকঠিন ব্যথা
সেই জানে,
মর্ম্মবিদ্ধ কর যার দুর্ণিবার আঁখির সন্ধানে

বসন্তের অফুরন্ত কুসুমসম্ভার
প্রস্ফুটিত প্রতি অঙ্গে যার,
বরষার তটপ্লাবী নদী
অঙ্গের লাবণ্যে যার বহে নিরবধি,
প্রভাতের মধুর অরুণ,
রক্তিম প্রণয়-ব্যথা যার সকরুণ,
বিশ্বে মোর তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?

প্রশ্বাসে যাহার,
মলয় সুগন্ধভার
বহিয়া প্রচ্ছায় বনতলে,
দক্ষিণের মন্ত্রপড়া গন্ধবহ চলে,
যার নীল নিচোল অঞ্চলে,
নীলিমা ছড়ায়ে দেয় শরতের গগনমণ্ডলে,
যার পাদপ্রক্ষেপের শোণিমা কুড়ায়ে
বসন্ত দিতেছে নিত্য অশোকে ও কিংশুকে ছড়ায়ে,
সেই মোর বিশ্বভরা তুই এক নারী,
বিচ্ছেদ-বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?

সন্ধ্যাতারা

এস ওগো এস মোর প্রাণভরা ধন,
অরণ্যে বসাব মোরা সুরভি-নন্দন ;
মোর কুটীরের অন্ধকার
দূর করিবার
দিয়াছে দেবতা ওগো তোরি 'পরে ভার।
বিমল বাসর-শয্যা পাতি,
রত্ন-বাতি
জ্বালাইয়া রয়েছি বসিয়া :
এসগো উর্ব্বশী লক্ষ্মী, এস রতি, এস মোর প্রিয়া,
এস মোর প্রাণাধিক প্রিয়,
জীবনের সব শূন্য নিজহাতে তুমি ভরে দিও।

প্রার্থনা

ওগো আধেক আঁচলে বসাইয়াছিলে
নিভৃত কুটীর তলে,
'তোমায় দুঃখ দিবনা বন্ধু'
বলেছ নয়ন জলে :
মনে পড়ে কি গো প্রদোষ আঁধারে
প্রান্তর তরু মূলে
জীবন জুড়ানো সুধার সোহাগ
ঢেলেছ পরাণ খুলে !

সন্ধ্যাতারা

'আর জীবনে হবেনা বিরহ বেদনা'
এই না অভয় বাণী
শ্রবণের মূলে রাখিয়া অধর
শুনাতে জীবনরাণি ;
আজি গত দিবসের শত বাধাময়
ক্ষণিক মিলন তরে
হায় দিবস নিশায় প্রদোষে উষায়
কত না অশ্রু ঝরে !
তুমি জীবন মরণ যাহা দাও তাই
দিও হে প্রাণের প্রিয়,
শুধু শেষ দিনে মোর অবসান-সাঁঝ
হয় যেন রমণীয় ।

বন্ধন মুক্তি

আমার এ কি হল দায়,
এই পথে যায় চিকন কালা
  চাইতে নারি হায় !
ওগো এ কি বিষম জ্বালা,
কেন দিবানিশি মোহন বাঁশী
  বাজায় মোহন কালা ?
আমি কেমনে রই ঘরে
আবার কুঞ্জপথে যাই কেমনে
  কাল-ননদীর ডরে ?
হানি' লাজের মাথায় বাজ,
  জল ফেলে জল আনতে যাওয়া —
  সে কি সহজ কাজ ?

সন্ধ্যাতারা

এই দিনের পরে দিন,
গলায় শিকল কাল কাটানো
বড়ই যে কঠিন।
ও তার দুটি পায়ে ধরি,
বলে আয় তার বাঁশের বাঁশী
রাখুক বন্ধ করি।
আর নয়ত একেবারে
হাত ধরে, সে নিয়ে চলুক
গোপ-সমাজের পারে।
আমি তারি চরণ ধরি'
গোপ-গোয়ালার গোঁয়ার শাসন
ভয় কি আমি করি?

আকুলতা

কালার মোহন বাঁশরীর রব কত কি যে কাণে বলে·
কত বার বল জল ফেলে আর যাই যমুনার জলে !
কাননের পথে যায় যবে কানু, হেরে তার আঁখিঠার,
পাগল পরাণে আগল লাগায়ে ঘরে থাকা হয় ভার !
চাঁচর চিকুর শ্রীমুখ তাহার হেরিতে নয়ন ভরি'—
পলক দিয়াছে যে বিধি, তাহার কত যে নিন্দা করি।
বনপথ হতে যে দিন কানাই ফিরে বিলম্বে ঘরে,
কে জানে বুকের মাঝারে পরাণ কেমন করিয়া মরে।
মালতীর মালা গেঁথে রাখি, দিব মোর বঁধুয়ার গলে,
সরম বাধে গো মরমে আমার, ভাসাই নদীর জলে !
দৈবে যেদিন দেখা পাই তার নিভৃত কুঞ্জবাটে,
ব্যাকুল বাহুর প্রেম-বেষ্টন ছাড়াতে পরাণ ফাটে।
দৃষ্টি আঁধার, পথ ভিজে যায় ঝরিয়া নয়ন-বারি —
সর্ব্ব অঙ্গে বহিয়া আনি গো অধর-চিহ্ন তারি।

মিনতি

যদি নয়ন-সলিলে ডুবায়ে গোকুল
মথুরায় যাবে কালা,
তবে ব্যর্থ গোপীর হৃদয়-শোণিত
তোমার চরণে ঢালা।
ব্যর্থ তাদের নিশি জাগরণ,
ব্যর্থ মুরলী শোনা,
সঙ্কেত-কাল চাহিয়া তাদের
ব্যর্থ প্রহর গোণা!
ব্যর্থ তাদের রাস-উৎসব,
ব্যর্থ রাধার মান,
কানন-আঁধারে ব্যর্থ তোমারে
কেঁদে কেঁদে সন্ধান।
তোমারও ব্যর্থ, কোটাল সাজিয়া
কুঞ্জে পাহারা দেওয়া,
রাধার রাতুল চরণ, তোমার
ব্যর্থ মাথায় নেওয়া।

পড়েনা কি মনে নব কদম্ব-
'কল্পতরু'র মূলে,
প্রিয়জন কাণে কতই সোহাগ
ঢেলেছ হৃদয় খুলে;
কতই আদর কত আশ্বাস
কত যে অভয়বাণী—
কতবার করে' বলেছ রাধায়,
বক্ষে রাখিয়া পাণি।

যেওনা নিঠুর ওগো নির্দয়,
যেওনা পরাণপ্রিয়;
বক্ষে রাখিতে ভার যদি লাগে
চক্ষের দেখা দিও।
তুমি যাও যদি—বহিবে না বায়,
ফুটিবে না ফুল আর,—
শুধু গোপীর নয়ন প্রবাহ বাড়াবে
নীল জল যমুনার।

অভিমান

ঠাকুর বলে এসেছিলাম
তোমার গোকুলে,
কোন দিন যে যেতে হবে
ভাবিনি ভুলে :
মাখন চুরির অপবাদে
বেঁধেছ হাতে,
গোপ-গোয়ালার পাদুকাও
ধরেছি মাথে :
কাঁধের পরে চাপিয়ে দিলে
গিরির গুরুভার,
পা দিয়েছি ফণীর ফণায়,
দুঃখ জান তার ?

অভিমান

কত লড়াই লড়্‌তে হল
বংস-বকের সনে —
কত ধেনুই চরিয়ে এলাম
কত নিবিড় বনে ;
দুগ্ধ ছানা বেচ্‌তে যাবে
হাটে বাজারে,
এপার ওপার খেয়া যোগাই
নদীর মাঝারে ;
গভীর রাতে কানন মাঝে
আঁধারে মিশে ,
কুঞ্জবনের পথ খুঁজেছি —
পাইনিক দিশে ;
কেন দুঃখ সয়েছিলাম,
কি ফল বলিলে,
বিদায় যদি নিতেই হল
নয়ন-সলিলে ।

যাব যেদিন—বৃন্দা-বিপিন
আঁধার যে হবে —

মলয় ময়ূর ভ্রমর কোকিল
কিছুই না রবে ;
শূন্য হবে বুকের পাঁজর,
ঝরবে নয়ন জল,
বুঝবে সেদিন কানাই বিনা
জীবন যে বিফল !

চিরবাধা

চিরবাধা

বিয়োগ-বিধুরা রাধা বিরহের বিপুল বিকারে
কেঁদে কেঁদে ফিরিয়াছে যমুনার কিনারে কিনারে ;
কবে কে লেপিয়া দিল নভস্তলে নব নীলাঞ্জন,
কোন্ সূর্য্য ছড়াইল কবে সে গো গলিত কাঞ্চন ?
কবে কোন্ চাঁদে সুধা ঢেলেছিল কুমুদের বুকে,
মালঞ্চ-অঞ্চলে কবে চামেলী মেলিল আঁখি সুখে ?
মল্লিকা ফুটিয়া কবে বনান্তরে ছড়াল সৌরভ,
শেফালীর বৃন্তে কবে রাঙ্গা হল প্রেমের গৌরব ?
মাধবের মনে কবে রাধার বেদনা দিল ব্যথা,
মুরলী কহিল কবে মনসিজ-মন্ত্র-পড়া কথা ?

রাসের সঙ্কেত করি কবে যে গো ডেকেছিল কালা,
বনপথে কবে গেল অধীরা বিধুরা ব্রজবালা ?
আজিও বনের মাঝে ফুটে ওঠে শেফালীর ফুল,
এখনো অন্তরে কোন্ রাধা কেঁদে নিয়ত আকুল ?
আজিও আকাশে হেরি শরতের সুনীলিম ছায়া,
এখনো ঝরিয়া পড়ে চাঁদের পাগল-করা মায়া,
আজিও সঙ্কেত-বাঁশী শতবার ডাকে রাধিকায়,
পল্লব-মর্ম্মরে আজো, কে আসিছে বলে', পথ চায় ;
জীবন-বন্ধুর সনে রাসের উৎসব লাগি হিয়া
গোপন বক্ষের তলে নিশি-দিন মরিছে কাঁদিয়া,
পথের কণ্টক বুঝি কুটিলার রয়েছে জীবন,
বিরহের অশ্রুধারে তাই আজো ভাসে বৃন্দাবন !

অতীত স্মৃতি

কি সুখ ছিল বৃন্দাবনের কালিন্দীর কূলে
নবনীপের শাখায় বাঁধা দোলায় দুলে দুলে,
ঘন বনের নিবিড় ছায়ে ধেনুর সাথে ফেরা,
বর্হ-চূড়ায় মোহন ছাঁদে গুঞ্জামালায় ঘেরা,
কালীদহের কালো জলে সাঁতার কেটে খেলা,
কাটতো আমার গ্রীষ্ম-দিনের দীর্ঘ দুপুর বেলা ;
ফাগুন দিনের পূর্ণিমাতে ফুলের দোলায় উঠে,
আকাশ ছেয়ে উড়তো আবির কতই মুঠে মুঠে।
গোষ্ঠে ফেরার সন্ধ্যাবেলায় শুনে বেণুর গান,
গোধন শুধু ?—গোপবধূর মুগ্ধ হতো প্রাণ।
শরৎ-রাতে পূর্ণিমাতে কি আনন্দ-মেলা
গোপীর সনে কুঞ্জবনে মহারাসের খেলা !

কি ফল হলো মথুরাতে মাতুল বধে' এসে,
রুক্মিণী আর সত্যভামার কি ফল ভালবেসে।
কি ফল আমার সন্দীপনীর বেদ-বেদাঙ্গ পাঠে,
ছিলাম ভাল ব্রজভূমির গোচারণের মাঠে।
পার্থ কুরুক্ষেত্রজয়ী—তাতেই কিবা ফল,
রইবে শুধু ভারত জুড়ে নারীর অশ্রুজল ;
দ্বারাবতীর স্বর্ণপুরী—তাই ক'দিনের তরে !
লক্ষ কোটি বংশ যদুর—সবাই যাবে মরে'।

চোখের জলে নন্দ-নয়ন অন্ধ হল প্রায় —
যশোমতীর গৃহের বাতি আর জ্বলেনা হায়,
গোপীর গৃহে মাখন ননী কেইবা চুরি করে,
আর কে বাজায় মোহনবাঁশী রাধার নামটি ধরে
ইচ্ছা করে—সকল ছেড়ে ব্রজেই ফিরে যাই,
দুষ্ট নাশন, রাজ্য-শাসন—কিছুরই কাজ নাই ;
আমার রাধার গলা ধরে বেড়াই বনে বনে,
জীবন-মরণ বাঁধা যে মোর সেই চরণের সনে।

দূতী সংবাদ

সাগর-পরিখা-বেষ্টিত পুরী
 দ্বারকায় এলে স্বামি,
অশ্রু-সাগরে রাই ডুবু ডুবু
 দেখিয়া এসেছি আমি ;
রাজপাটে বসি শাসনদণ্ড
 নিয়েছ তোমার হাতে,—
যমের দণ্ড পড় পড় আজ
 তোমারি রাধার মাথে :
যমুনা নদীর কূলে এক দিন
 বসেছ পাটনি সাজি,—
অশ্রু-সাগর তরাবারে আজ
 কোথায় খুঁজিব মাঝি ?

সন্ধ্যাতারা

মথুরায় গিয়ে বহালে, নিঠুর,
স্বজন রক্তে নদী,
চরম কীর্তি রহিবে তোমার
প্রিয়জন-প্রাণ বধি।
তব চির-প্রেমে চির-নির্ভর
করেছিল রাজবালা,
ব্যর্থ হয়েছে তোমার চরণে
হৃদয়-শোণিত ঢালা।
যেখানে এসেছ থাক হে সেথায়,
সুখে থেকো মোর প্রভু
ব্যর্থ প্রেমের বৃথা আবেদন
জানাব না আর কভু।

পরিণাম

শ্যাম, সবারি দিন করালে
শ্যামা হয়ে যায়,
শিখিপুচ্ছ রয় না ভালে,
ললাট-বহ্নি ভায় !
মোহন বাঁশী আর বাজে না
প্রেমের শত ছলে,
বক্ষে তিলক হার রাজে না,
বর-গুঞ্জ গলে !
ভস্ম-রাগের অনুরাগে
পীত-ধড়া ম্লান,
অসি হয়ে বাঁশী জাগে,
নিকুঞ্জ শ্মশান !

মধুমাসে

আজি কে এলে বল তুমি
উজল করি বনভূমি
অশোক 'পরে চরণ রাঙা ফেলে,
বিকাশি তুলি দিকে দিকে
মধুমালতী মাধবীকে
গগন-বুকে নয়ন-নীল ঢেলে ;
আবরি তনু পীতবাসে
কুসুমাকর মধুমাসে
ভ্রমর রবে মাতায়ে বনতল,
নিতল নীল দীঘি জলে
জাগায়ে তুলি কুতূহলে
বরণ-বাসে সরস শতদল !

কাকলি শুনি মধু-ভরা
শিহরে বধূ সকাতরা,—
ঋতুর রাজা তুমি কি আজি এলে
সখারে নিয়ে বনপথে
কনক-চম্পক রথে
হিমনিকরে সোণার করে ঠেলে!
আজি যে কিছু নাই নাই
তোমারে কোথা দিব ঠাঁই ?
দুখের ভারে বুকের হাড় ভাঙা ;
মনের বনে পুষ্প যত
ঝরিয়া গেছে লক্ষশত,—
বেদনা শুধু শিমুল সম রাঙা !

বরণ যার চুরি করে'
ফুটিত চাঁপা থরে থরে,
সে ফুল আজি হাসে না ডালে ডালে,
চলিতে, যার অঙ্গ ভরি
নাচিয়া উঠে ছন্দ মরি —
কোথা সে ঢেউ হৃদয় তালে তালে ?

সন্ধ্যাতারা

হাসিলে, চাঁদ বিমলিন —
ভাষিলে, পাখী রবহীন —
প্রাণের ধন নয়ন আগে নাই ;
অমূল মণি সে আমার
আজিকে দেখা নাহি তার —
স্বাগত তোমা হল না বলা তাই !
আসিতে গতদিনে যবে
কলভাষিত অলি-রবে
বিজয়া-রাজ-গরবে সখা সনে,
দুজনে মিলি আগুসরি
নিতাম তোমা বুকে বরি —
অতিথি-সেবা বিবিধ আয়োজনে ;
সেদিন আজি স্বপ্ন সম ;
ব্যথিত এই বক্ষে মম
ঝোলেনা আজ দোলের ফুলডোর ;
নিবিড় ঘন এ আঁধারে,
বেদনা-ভরা পারাবারে
মরণ ভেলা চোখের আগে মোর !

মধুমাসে

ফাগুনে আজি ফুলবাসে
বিরহীজনে পরিহাসে
বিধুর কর বিষের শর হানে
বিরস দীন প্রাণহীন
কেমনে আজি কাটে দিন —
মনের ব্যথা দেবতা শুধু জানে

বসন্তে

কবে কোন্ অমরার কল্পলোক মাঝে,
অভিনব সাজে,
কোন্ এক মাহেন্দ্র লগনে,
মহেন্দ্রের নিকুঞ্জভবনে
লভেছিলে আপন জনম
হে বসন্ত, হে বিশ্বের নয়নরঞ্জন !
কণ্ঠে বক্ষে প্রকোষ্ঠে তোমার
শতফেরে বেঁধেছিলে নন্দনের পারিজাত-হার ;
সঙ্গে লয়ে এসেছিলে দক্ষিণ বাতাস,
নিখিলের সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইতে আনন্দ আশ্বাস !
অগ্নি-গর্ভ-গিরি-ভস্ম-প্রক্ষেপে মলিন
পর্ব্ব-বিধু ছিল রসহীন :
তুমি দিলে সুধার প্রলেপ,
ঘুচিল অন্তরদাহ, জন্মভরা দারুণ আক্ষেপ ।

সে দিনের সুধাভরা পূর্ণিমা-নিশায়
বেদনার অশ্রুহীন দেব-অমরায়
উচ্ছ্বাসে নাচিয়াছিল আনন্দবাহিনী,
অপ্সরার কণ্ঠে কণ্ঠে উঠেছিল অপূর্ব্ব রাগিণী !

সে দিনের পরে,
বর্ষে বর্ষে একবার আমাদের ঘরে
দেখা দাও অমর পথিক ;
সারা বর্ষ আঁখি অনিমিখ
একান্ত আগ্রহে যাচি তব দরশন,—
বর্ষ ভরে রাখি মনে দু'দিনের আনন্দ স্বপন।

তব আগমনে,
সুনীলিম গগন অঙ্গনে
কার প্রেমাকুল আঁখি দেখা দেয় মানস নয়নে ,
কার সুধা সঙ্গীত আলাপ
অন্তরে জাগায়ে তুলে নিকুঞ্জের পুষ্পিত প্রলাপ ?
গুঞ্জন-মুখর মত্ত-মধুপের রব,
কার স্বর্ণনূপুরের শিঞ্জন-উৎসব ?

জ্যোৎস্নাভরা ফাল্গুন-নিশায়
হিরণ্য-অঞ্চল কার ভেসে আসে আকাশের গায় ?
সে যে কামনার ধন, সে যে প্রাণপ্রিয় —
ব্যথাভরা বক্ষমাঝে অপূর্ব্ব অমিয় ;
তব সনে সেও যে গো আসে
জল-স্থল-শূন্য সব ভরে যায় তাহারি আভাসে !

তাই ডাকি, এস ঋতুরাজ !
এস আজ
পীতবাস পরি,
অঙ্গে-অঙ্গে জড়াইয়া কাননের পুষ্পিত বল্লরী ;
মাধবীর কিংশুক-বিতান
তোমার মোহন-মন্ত্রে জাগুক পাইয়া নব প্রাণ ;
মল্লিকার মধুময় বাস
প্রিয়-পরিরম্ভ সম রচে দিক সম্মোহন-পাশ ;
সরসীর দ্রবীভূত স্ফটিকের বুকে
নিদ্রিত নলিন-আঁখি উন্মীলিত হোক আজি সুখে ;
বস পরে ভুখারী ভ্রমর
মধু-মদিরায় মাতি হোক আজি আনন্দ-মুখর ;

পঞ্চমে করুক গান তব আগমনী
চূত-নিকুঞ্জের মাঝে কোকিলের কল-কণ্ঠধ্বনি।

পূর্ণ হয়ে আসে দিন আজি :
ডাকিছে সঘনে ওই খেয়া পার করিবার মাঝি ;
ঘনাইয়া আসিছে আঁধার,
তরঙ্গ-উদ্বেল-সিন্ধু একাকী হইতে হবে পার !
নাহি শক্তি নাহিক সম্বল,
শুধু আছে ভাঙা বুক—আছে অশ্রুজল।
সংসার-তরুর শাখে বাঁধিতে পারিনি সুখ-নীড়,
জীর্ণ পঞ্জরের তলে দুরাশা করেছে শুধু ভিড় ;
সন্ধ্যা হয়-হয়,
ক্ষোভ ক্ষতি শোক সুখ গণিবার নহে এ সময় !
আসিয়াছে বিদায়ের বেলা,
ভাঙিতে হইবে আজি লাভহীন বাণিজ্যের মেলা :
তার আগে হে বসন্ত, এস লয়ে বর্ণ বাস রব—
বিদীর্ণ এ বক্ষমাঝে কর আজি শেষের উৎসব।

অনাদর

সময় তোমার হলোনা নিতে ;
যা ছিল মোর সব দিয়েছি, তেমন কি কেউ পারবে দিতে ?
গগন-ঘেরা ভরা বাদর —
বিন্দু-পাতের হয় কি আদর ?
নিদাঘ দিনে আবার তৃষা জাগবে চাতকিনীর চিতে।
ফাগুন দিনে ফুলের বাহার
রঙ্ বেরঙে ছায় চারিধার,—
শূন্য দেখি শরৎ-শেষের শিশিরভরা দারুণ শীতে।

অনুযোগ

আমি চির নিশিদিন অনিমেষ আঁখি
চেয়ে আছি তার পথ ;
জানি না, কখন এ পথে আসিবে
মোর দেবতার রথ !
কাণ পেতে আছি শুনিব কখন
চক্রের ধ্বনি কাণে,
মোর অশ্রু-অন্ধ-নয়নে কবে গো
চাহিব শ্রীমুখ পানে ;

ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ঠিত হৃদি
পাতি চরণের তলে,
চির দিবসের সব নিবেদন
করিব নয়ন-জলে।

তাই যুগ যুগান্ত যুড়ি দুই পাণি,
অশ্রু-সাগর তটে
করি আরাধন, দৈবে যদি গো
দেব-দরশন ঘটে।
আশা নিরাশায় কেটেছে দিবস
আসে বিভাবরী আজ,
জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা
পরনে গেরুয়া সাজ;
এখনও যদি হয়নি সময়
আর কি সময় হবে!
ঘনায়ে আসিল মৃত্যু-লগন,
মিলন-লগ্ন কবে?

অনুযোগ

এত দিবসের এত তপস্যা
ব্যর্থই যদি হয়,
জীবন-শেষের নিমেষেও যদি
নয়নে অশ্রু বয় ;
চির দিবসের দেবতা আমার,
জীবন-বন্ধু মোর —
এমন করিয়া জীবন ভরিয়া
কে চাবে করুণা তোর ?

সার্থক

জনম ভরে এপার-ওপার
করলি আনাগোনা
আজকে তরী ধন্য জীবন —
হয়ে গেলি সোনা।
স্রোতের টানে সাগর পানে
কতই গেছিস ছুটে,
দেশ বিদেশের কত মাণিক
এনেছিস রে লুটে।
কত সুখের বন্দরেতে
নেমেছে তোর পাল,
কত তুফান কাটিয়ে যেতে
ভেঙেছে তোর হাল।

সার্থক

হট্টরোলে গণ্ডগোলে
সাগর হতে এসে,
কত জোয়ার লেগেছে তোর
বুকের পাঁজর ঘেঁসে।
শান্ত গাঁয়ে, বটের ছায়ে,
নদীর কল কথা,
জাগিয়েছিল বুকের মাঝে
কত করুণ ব্যথা।
গ্রামের অন্তে, দিবসান্তে
সূর্য্য গেলে পাটে,
কক্ষে কলস অলস গতি
বধূরা সব ঘাটে
ভাসিয়ে ঘড়া, শান্ত জলে
তুলি লহর-লীলা,
সাঁতার কেটে খেলেছে সে
কত সুখের খেলা।
কোন দিন বা একলা বধূ
এসে নদীর তীরে,

চোখের জলে কলস ভরে
গেছে ঘরে ফিরে।
সুখের দুখের কত হাওয়া
লেগেছে তোর গায়,
দ্রুত-মন্দে কতই ছন্দে
ভেসে গেছিস্ তায়!
কখনো বা মাটির দরে
পেয়েছিস্‌রে সোণা,
কখনো বা পাস্‌নি কিছু –
মিথ্যা সে সব গোণা;
আজ্‌কে যাহা পেলি তাহা
সবার চেয়ে সরস,
ভবের জনম সফল, পেয়ে
রাঙা-চরণ-পরশ।

অপরাহ্ন

জীবনের অপরাহ্নে, খেয়া পরিহরি,
ঘাটে এনে বাঁধিয়াছি জীর্ণ মোর তরী।
দাঁড় তুলে, পাল খুলে বসেছি নীরবে ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি কবে সন্ধ্যা হবে
এত বার খেয়াঘাটে করি আনাগোনা—
কাঠের তরণী মোর নাহি হলো সোনা।
তরী বেয়ে কেটে গেল কতই বরষ,
সোনা-করা চরণের পাইনি পরশ।
আজি এই দিন-শেষে আঁধারের মাঝে,
কার মৃদু আহ্বানের সুর কানে বাজে।
আমার এ ভাঙা নায়ে কে হইবে পার !
যদিই বা ডুবে তরী—জানত সাঁতার ?
নাই যদি জান, তরী যায় ডুবে যদি —
নিতল শীতল কোল পেতে দিবে নদী।

অসময়ে

আমার কুঞ্জকুটীর দুয়ারে
অতিথি এসেছে আজ
তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা,
শূন্য পড়িয়া কুসুমের ডালা,
নিবিয়া আসিছে দিনের আলোক —
এখন আসিছে সাঁঝ ;
কি দিয়া তুষিব অতিথে আমার,
সে যে রাজ-অধিরাজ

ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দ্দিনে
অতিথি এসেছে আজ ;
চারিধার আজ জলে জলময়,
রুদ্ধ পবন ঘন ঘন বয়,
কেন নাথ, তুমি এলে অসময় —
এখন আসিছে সাঁঝ,
কি দিয়া তোমারে তুষিব আজিকে,
কি দিয়া রাখিব লাজ !

আসিতে হে যদি নব ফাল্গুনে,
ওগো রাজ-অধিরাজ,
হৃদি-নিকুঞ্জ, ফুল-সম্ভার —
সব সঁপিতাম চরণে তোমার ;
মালতীর লতা এখন আমার
রিক্ত-কুসুম-সাজ ;
মরণের তটে কি দিয়ে বাসর
সাজাব বলগো আজ !

সেই

যখনি কোলে বীণাটি তুলে
গাহিতে চাহি গান
বীণার তারে বাজিয়া ওঠে
একটি শুধু নাম।

যখনি মোর জানালা খুলে
গগন পানে চাই,
নীলাম্বরে তাহারি আঁখি
দেখিতে শুধু পাই।

আষাঢ়ে যবে আকাশ ছেয়ে
সজল মেঘ ভাসে,
নিবিড় কালো অলক তার
কেবলি মনে আসে।

সেই

মাধবী রাতে পূর্ণিমাতে
জোছনা যবে ফোটে,
রঙিন তার ওড়না খানি
আঁখিতে জেগে ওঠে।

কাহারে যদি ডাকিতে চাই —
তাহারি নাম ধরি,
চমকি উঠি, নীরব হই,
সরমে প্রাণে মরি।

নিশীথে যবে সাধনা করে
আলস চোখে আনি,
স্বপনে প্রাণে জাগে গো তার
বিমল মুখখানি।

পাষাণ দেবত

পাষাণ মন্দিরে তব নিত্য আসি যাই,
শত আহ্বানেও তব সাড়া নাহি পাই।
প্রথম প্রত্যূষে উঠি শুদ্ধ শান্ত মনে,
কর-যোড়ে আসি নাথ তোমার অঙ্গনে।
বেদনা-ব্যাকুল প্রাণে তোমা-পানে চাই,
করুণার কোন চিহ্ন নাহি কোন ঠাঁই!
তোমারে সাজাতে নিত্য আনি ফুল ডালা,
পাষাণ দুয়ারে গেঁথে রেখে যাই মালা।
সাধ করে মালাগাছি কণ্ঠে তুলে দিতে,
বাক্যহীন মৌন দেখে ভয় পাই চিতে।
নিত্য এসে ফিরে যাই সুখহীন ঘরে,
বিফল বাসনা রাশি কেঁদে কেঁদে মরে।
ব্যথিত পীড়িত হিয়া, বেদনা বিহ্বল,
পাষাণ দেবতা, শুধু তুমি তুমি অচঞ্চল।

আবেদন

বকুল তলে কুটীর মোর,
কোমল পাতে ছাওয়া ;
সন্ধ্যা হলে দখিন হতে
আসে পাগল হাওয়া ;
সমুখে তার বিপুল দীঘি,
নিবিড় কাল জল ;
সকাল বেলা হাসিয়া উঠে
বিমল শতদল ;
ফাগুন দিনে গাছের ডালে
কালো কোকিল ডাকে,
প্রখর রবি আষাঢ় মাসে
নবীন মেঘে ঢাকে ;
শ্রাবণ দিনে মেঘের সনে
চাঁদের লুকোচুরি ;

পলকহীন নয়নে দেখে
পরাণ উঠে ভরি।

সকলি আছে — কেবল মোর
আঁধার ঘরে আলো
করুণা মানি, হৃদয়-রাণি,
তুমিই এসে জ্বালো।
সাঁঝের বেলা শ্রান্ত পদে
যখন গৃহে ফিরি,
কোমল দুটি বাহুর পাশে
রাখিও মোরে ঘিরি,;
পুলকে আঁখি মুদিয়া আমি
রাখিব শির বুকে,
কাটিবে মোর শেষের দিন
গরবময় সুখে।

বাঁশী

ব্যাকুল করা বাঁশরী তব
বাজায়ো না গো আজ,
সকাল বেলা সারিতে হবে
সকল গৃহকাজ।
জান না তব মোহন বেণু
কি রাগে ধরে তান,
কেমন করে' বিকল করে
আমার এই প্রাণ।
বাঁশীর সুরে আবেগ তব
পরাণে মোর মিশি
বেদনাময় করিয়া তুলে
আমার দশ দিশি।

নদীর জলে গায় সে ব্যথা
করুণ কল-স্বরে,
শুনিতে পাই বিষাদ-গাথা
তরুর মর্ম্মরে ;
পবন আসি কাঁদিয়া কহে
তব বিলাপ-গীতি ;
চাঁদের করে বিষাদ তব
ঝরিয়া পড়ে নিতি ।
গেওনা আর, করুণা তব
সাধি নয়ন জলে —
জানত ভাই, ডানা ত নাই,
উড়িব কার বলে ?

শ্রাবণ

এস হে শ্রাবণ, সরস প্লাবন
ভরিয়া তোমার বুকে,
তোমারি আশায় বসে' যোগাসনে
ধরণী ঊর্দ্ধমুখে।
রিক্তভূষণা শ্যামতনু শ্যামা,
হৃদয়ে বিরহ-ভার,
দিন গণি গণি দীর্ঘ বরষ —
গিয়াছে কাটিয়া তার।
এস হে নাগর নব নটবর
মেঘের শিরোপা শিরে,
চল-চপলার চেল-অঞ্চলে
প্রার্থিত তনু ঘিরে।

দূর অম্বরে মধুর তোমার
মোহন বাঁশরী-রবে,
শিহরি উঠিবে বিরহী ধরণী
অভিসার উৎসবে !
কোমল শ্যামল শষ্পের দলে
নব কদম্বে আর,
প্রিয়-মিলনের পুলকাঙ্কুর
জাগিয়ে উঠিবে তার ।
অর্জ্জুন-ফুল- মঞ্জরী কানে,
কণ্ঠে কুটজমালা ,
কামিনী-কেতকী কনক-চাঁপায়
সাজায়ে বরণডালা,
মুগ্ধ মেদিনী দাঁড়াবে তোমায়
বরিতে সন্ধ্যাকালে,
অভ্র-আবৃত চন্দ্রকলার
চন্দনলেখা ভালে ।
দিগ্বধূ মিলি কেতকী-বাসিত
বীজন করিবে সুখে,

বিদ্যুন্মণি- জড়িত বলয়
ঝঙ্কারি কৌতুকে।
মালতী-বিতানে মুগ্ধ মধুপ
ধরি গুঞ্জন-তান,
বন-বনান্ত করিবে মুখর
গাহিয়া স্বাগত গান।

এস গো ধরার চিরবাঞ্ছিত,
এস গো জীবন-ধন ;
মধুমাধবের অনলযজ্ঞ
হয়নি কি সমাপন ?
পঞ্চ-তপার শ্রেষ্ঠ সাধন
সাধিয়া ধরণী রাণী,
সিদ্ধির লাগি উর্দ্ধে চাহিয়া
জুড়িয়াছে দুই পাণি ;
সিন্ধু-সলিলে, নদী-পল্বলে,
বক্ষের মাঝে তার —
যেখানে যা কিছু লুকান ছিল গো
স্নেহ-রস-সম্ভার —

সবটুকু তার দিয়াছে নিঙাড়ি
তব করঙ্গ ভরি ;
দৈন্যের দশা দেওগো ঘুচায়ে
আজিকে করুণা করি ।

গগন ভরিয়া এসগো শাওণ
শ্যাম-সমারোহে সাজি —
ঘুচুক দীর্ঘ বিরহ-বেদন
প্রেম-উৎসবে আজি ।

কাঙ্গাল

চাইনি তব মুখের পানে
যখন গেলে চলে।
শুনিনি আমি বিদায় বাণী
কি যে গেলে বলে।
গিয়াছ তুমি যামিনী ভোরে
ছিলাম যবে ঘুমের ঘোরে,
আলসে আঁখি মুদিত ছিল
যখন গেলে চলে।
শুনিনি আমি বিদায় বাণী
কি যে গেলে বলে।

সন্ধ্যাতারা

অজানা দেশে অচেনা পথে,
কিসের মোহ ঘোরে
একাকী তুমি কেন যে গেলে,
বলিলে না তো মোরে !
যা কিছু মোর ছিল বা আছে,
দিয়াছি তোর পায়ের কাছে,
তবুও তোর বিশাল তৃষা
মিটিল না কি ওরে ?
একাকী তুই কোথায় গেলি
কিসের মোহ ঘোরে !

রাঙ্গার ধনে দুহাত তোর
দিয়েছি আমি ভরে ;
আঁচল ঘিরে যতন করে
রেখেছি আমি তোরে :
তবুও তুই বাড়াস্ হাত,
কিসের আশে দিবস রাত ?
কাঙ্গাল তুই রহিয়া গেলি
কাঙ্গাল করে মোরে !

দিয়ে যে ছিনু রাজার ধনে
দুহাত তোর ভরে !

হেথায় ছিল বিহগ-গীত
নদীর কল গান ;
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
আসিত হেথা বান ;
হেথায় বনে ফুটিত ফুল,
পবন হেথা হতো আকুল,—
হেথায় ছিল তোমারি তরে
বেদনা ভরা প্রাণ।
রাখিয়া গেলে কেবলি শুধু
সজল দুনয়ান !

হিসাব

সঙ্গীবিহীন প্রবাসে, প্রদোষে
নির্জ্জন বাতায়নে,
কতখানি দিয়াছি, কিবা পাইলাম,—
ভাবিতেছিলাম মনে।
রবি ডুবে যায়, পূরবীর সুরে
বাজে রাখালের বেণু,
উন্মনা গাভী গোঠে ফিরে আসে
উড়ায়ে গোখুর রেণু,
খেয়া শেষ করি তরণী বাহিয়া
পারাণী চলেছে ঘর,
রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত ছবি
অস্ত-গিরির পর,

হিসাব

আরতির গীতি মন্দির হতে
　　　　কানে আসে বার বার,
ঝিল্লি-মুখর পল্লীর বাঁশি,
　　　　নির্জ্জন চারিধার,
দ্বিতীয়ার চাঁদ—চন্দন-লেখা
　　　　সন্ধ্যা-কুমারী ভালে —
একবার দেখা দিয়ে লুকাইল
　　　　নিবিড় তিমির জালে।
আমি এক মনে বসি বাতায়নে
　　　　খুলি জীবনের খাতা
ধূসর আলোকে পড়িতেছিলাম

লাভের আশায় দিয়াছি দাদন,
　　　　কড়িটি পাইনি ফিরে,
বিশাল শূন্য রহিয়া গিয়াছে
　　　　নিরাশ জীবন ঘিরে।

বন্ধুর জন্মদিনে

এই শুভদিন যেন চিরদিন বর্ষ বর্ষ ধরি
সুখ শান্তি সান্ত্বনারে নিত্য সঙ্গী করি
দেখা দেয় তব দ্বারে :
তব মনোনন্দন মাঝারে,
শত ভারে
নিত্য বিকশিত হোক আনন্দ-মঞ্জরী ;
জীবন যোগাক্ সুধা নিত্য তব পাণপাত্র ভরি

বন্ধুর জন্মদিনে

বসন্তের বৈতালিক
কলকণ্ঠ পিক
নিত্য গাক্ তব স্তুতিগান,
উষার অরুণোদয়ে নিত্য যবে খুলিবে নয়ান ;
সুনীলিম গগনের গায়
হেসে যাক পূর্ণচাঁদ, হাসে যথা প্রতি পূর্ণিমায় ;
সুকোমল সত্ত-পাতি
চামেলী চম্পক যুঁই জাতি
মেগে' নিক সার্থক মরণ,
কঠিন ধরণী 'পরে যেথা তব রাখিবে চরণ ;
মনোরথ যদি কিছু অপূর্ণ রহিয়া
অতৃপ্ত কাতর ক্লিষ্ট রেখে থাকে হিয়া,—
হোক্ পরিপূর্ণ সব ;
আনন্দের নিত্য কলরব
চির-বদ্ধ থাক তব অঙ্গনের মাঝে ;
তোমারে ঘেরিয়া যেন নিত্য সুখ রাজে ।

বসন্তের বর্ণভরা সুবাসিত পুষ্পিত উষায়,
কিম্বা কভু শরতের শেফালী সন্ধ্যায়,

আবাসের মণি-হর্ম্ম্যে, প্রান্তরের তরুতল ছায়,
কোন দিন এ জীবনে,
একান্ত আবেগময় স্নেহ-সম্মিলনে
আনন্দ পুলক যদি জেগে থাকে মনে,
সে সুখ-স্মৃতিরে বন্ধু, মাঝে মাঝে আনিও স্মরণে;
অম্লান স্নেহের ভারে মনের ভাণ্ডার
পূর্ণ থাক, হে জীবন-বান্ধব আমার।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৫

নিষ্ফল

চাহিনা তোমার অশোক চাহিনা,
চাহিনা বকুল মালা,
চাহিনা মধুপ-মন্দ্র-ঝঙ্কৃত
কুসুম-কুঞ্জ-শালা ;
চাহিনা মালতী-বল্লী-বিতানে
পত্রের শেজ পাতা,
পিক-রবাকুল ফাগুন যামিনী
জ্যোৎস্না-মদির মাতা।
একবার শুধু দেখিবার আশে
পথে শত আনাগোনা,
চাহিনাক আর কাণ পেতে তার
নূপুরের ধ্বনি শোনা ,

চাহিনাক আর চক্ষে আশার
ইন্দ্রধনুক আঁকা,—
শেষ হয়ে যাক্‌ বক্ষ আড়ালে
বেদনা ঢাকিয়া রাখা।

হে নব-বরষ, রুদ্র-পরশ
এবার দাওগো ঢালি,
বেণু-বীণা সব করিয়া নীরব,
তোল কালাগ্নি জ্বালি।
মুগ্ধ মনের মোহ করিবার
বিফল মন্ত্র যত—
জীর্ণ দীর্ণ চূর্ণ হউক
ভস্মেতে পরিণত।
গগনের নীল নিছিয়া মুছিয়া
দাও গো অনল জ্বালি
কাল-বৈশাখী করুক নৃত্য
বাজায়ে বজ্র-তালি;
চঞ্চল তার চরণ আঘাতে
টুটিয়া হউক লয়

নিস্ফল

সারা জীবনের বক্ষে লুকান
নিষ্ফল সঞ্চয়।
বরষে বরষে যত আশা, আর
দুরাশা নিরাশা যত
বজ্র-আঘাতে হউক দীর্ণ
দগ্ধ ভস্ম হত।
সাধের কুলায় ভাঙিল এবার,—
বিহঙ্গ পাক্ ছুটি,
কালের বক্ষে মিলাক তাহার
আর্ত রোদন লটি।

ফিরে যাও

কে এসেছে আজ আকাশ ভরিয়া ছড়ায়ে আলোক,
কে এসেছে আজ রঙিন করিয়া পাখীর পালক,
কে এসেছে আজ বন-বনান্তে বিতরি গন্ধ,—
কে এসেছে আজ হৃদয় ভরিয়া দিতে আনন্দ ?

কে এলে গো আজ মুখর করিয়া কাননতল,
কে তুমি ফুটালে সরসীর বুকে কমলদল,
কুলায়-বিহীনে কে তুমি বাঁধালে নূতন নীড়,
কুসুমের বনে কে তুমি বসালে ভ্রমর-ভিড় ?

ফিরে যাও

চাঁদের কিরণে কে তুমি বহালে মদির-ধারা,
ধূলার ধরণী করিলে কে তুমি ত্রিদিবপারা,
কোন্ দেবতার পূজার মন্ত্র পাঠের তরে
কে তুমি এসেছ আমার দীর্ণ জীর্ণ ঘরে ?

এখানে নাইগো প্রতিমা নাইগো দেবতা নাই —
ব্যর্থ আশার অশ্রু-আসার নয়নে তাই !
ফিরে যাও ওগো, তোমার হেথায় নাহিক কাজ —
স্মর নয়,—যিনি স্মরহর, তাঁরে স্মরিব আজ।

গান

সে যে আমার কত আপন, আগে জানিনি
এল কাছে, আরও কাছে কেন আনিনি ?
তুলে নয়ন মুখের পানে,
চাইল কেন সেই তা জানে —
ছিল যে তার গভীর মানে—তখন মানিনি।

ওগো আমার দিনশেষের গভীর আঁধারে
পড়্‌ছে মনে এই কথাটি আজ বারে বারে ;
গেল যে দিন দূরে সরে —
একলা পথের সাথী করে,
বল্‌গো তোরা কেন তারে ধরে রাখিনি —
ঘরের আগল খুলে তারে কেন ডাকিনি !

শেষ মিনতি

এই যদি হয় বিচার তোমার,—
তাই হবে গো তাই হবে;
নখের মাথা ক্ষয় করে আর
গুণ্‌বোনা 'সে দিন কবে'
রইল পায়ে এই মিনতি
ওগো আমার চরম গতি,
পাই যেন গো শেষের দেখা
শেষ বিদায়ের দিন সবে;
এই যদি হয় বিচার তোমার,—
তাই হবে গো তাই হবে।

শেষ লগ্ন

দীর্ণ হিয়ার দুঃখ-মাণিক, অশ্রুকণার মুক্তা-মালা —
তাই সাজায়ে রইল তোলা আমার বধূর বরণ-ডালা ;
আসবে যখন শুভ-লগন, মৌন-মগন গভীর রাতে,
দুঃখ-শরণ শ্রান্তি-হরণ সুপ্তি আমার আঁখির পাতে,
তপ্ত-সচল জীবন-ধারা যেদিন দেহে আসবে থেমে,—
সকল বাধা ঘুচিয়ে দিয়ে সেদিন বধূ এস নেমে।
শুভ্র শরৎ চাঁদের রেণু এস সেদিন অঙ্গে মেখে,
তরুণ-অরুণ-কিরণ-বরণ-বসনে ঐ তনু ঢেকে,
পদ্মরাগের রক্ত-রসে রাতুল চরণ রাঙ্গা করে',
পুলক-পরশ দিও আমার তুষার-শীতল বুকের 'পরে।
ব্যাকুল বাহুর আলিঙ্গনে সেদিন তুমি দিও ধরা,
বাসর রাতির সোহাগ-বাতি জেলো আঁধার উজল-করা।
জন্ম-দুখীর শেষ-নিবেদন পরাণ-প্রিয় মনে রেখো,
রাত্রি শেষের লগ্ন সেদিন ভ্রষ্ট যেন না হয় দেখো।

সমাপ্ত

প্রথম চরণাবলীর

অক্ষর-মাতৃকা সূচী

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।